দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB 25 1999 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

130

বাবুগঞ্জে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ॥ প্রাথমিক শিক্ষায় অচলাবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ রহস্যজনক কারণে বাবুগঞ্জ থানায় ৫১টি পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এ থানায় তিনটি প্রাইমারী স্কুলে দীর্ঘদিন যাবত ১ জন করে শিক্ষক রয়েছে। ফলে ঐ স্কুলগুলোতে কার্যত কোন পড়ালেখা হচ্ছে না। শিক্ষক শূন্যতার কারণে বাবুগঞ্জ থানার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবে পরিণত হয়েছে মুখরোচক স্লোগানে। এ তথ্য সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, '৮৭ সালে বাবুগঞ্জের তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান বাবুগঞ্জ থানার বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে নিয়োগের জন্য নিয়োগবিধি লঙ্ঘন করে ১০ শিক্ষকের একটি প্যানেল তৈরি করেন। কিন্তু নির্বাচিতদের নিয়োগদানের পূর্বেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এক আদেশে ঐ প্যানেল বাতিল করেন। তিনি বাতিলের কারণ হিসাবে নিয়োগবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন। উপজেলা চেয়ারম্যানের নির্বাচিত প্যানেলের প্রার্থীদের নিয়োগদানের জন্য আদালতে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত এ মামলার রায় বাদীদের বিপক্ষে যায়। ফলে রহস্যজনক কারণে বাবুগঞ্জে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকে।

এদিকে নিয়োগ প্রদান বন্ধ থাকায় বাবুগঞ্জ থানায় সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলো 'এতিম শিশু'তে পরিণত হয়েছে। থানার ঠাকুর মল্লিক সরকারী প্রাইমারী স্কুল, বাহেরচর প্রাইমারী স্কুল, মণ্ডরিয়া প্রাইমারী স্কুলে দীর্ঘদিন যাবত মাত্র একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। এ স্কুলগুলোর প্রতিটিতে আরও ৩ জন করে শিক্ষকের পদ শূন্য। এছাড়া অরও ৯টি স্কুলের ২টি করে শিক্ষকের পদশূন্য রয়েছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী আদৌ সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।